গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, শেরপুর
(রাজস্ব শাখা)
www.sherpur.gov.bd

স্মারক নং-৩১.৪৫.৮৯০০.০১০.০৬.০০৩.২১- ০৬

তারিখ: ১৮ পৌষ ১৪৩১ / ০২ জানুয়ারি ২০২৫

২০ একরের উর্ধ্ব আয়তন বিশিষ্ট (বদ্ধ) সরকারী জলমহাল বন্দোবস্ত/ইজারার দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

ভূমি মন্ত্রণালয়, সায়রাত-১ অধিশাখা এর স্মারক নং-৩১.০০.০০০০.০৫০.৬৮.০২০.০৯.(অংশ-২)-৬৯৪; তারিখ: ১৭ ডিসেম্বর, ২০২৪ মূলে জারিকৃত প্রজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ (সংশোধিত ২০১২) এর আলোকে শেরপুর জেলাধীন ২০ একরের উর্ধ্ব আয়তন বিশিষ্ট (বদ্ধ) ইজারাযোগ্য নিম্নবর্ণিত জলমহালসমূহ ০১ বৈশাখ ১৪৩২ হতে ৩০ চৈত্র ১৪৩৪ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত ০৩ (তিন) বছর মেয়াদে ইজারা প্রদানের নিমিত্ত ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমবায় সমিতির নিকট হতে নির্ধারিত সময়সূচি ও নিয়মাবলী/শর্তাবলী অনুসরণপূর্বক দরপত্র/আবেদন আহ্বান করা যাচ্ছে।

সময়সূচি:

অনলাইনে আবেদন দাখিল	:	০১ মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, ১৫ জানুয়ারি, ২০২৫ খ্রি. থেকে ১৪ মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, ২৮ জানুয়ারি, ২০২৫ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত
অনলাইনে দাখিলকৃত দরপত্র আবেদনের প্রিন্টেড কপি ও জামানতের মূলকপি সিলগালা -সহ মুখ বন্ধ খামে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, শেরপুর এর রাজস্ব শাখায় দাখিল	:	১৫ মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, ২৯ জানুয়ারি, ২০২৫ খ্রি. থেকে ১৯ মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, ০২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত

ক্র.ন.	উপজেলার নাম	জলমহালের নাম	জলমহালের আয়তন (একরে)	মৌজা	জলমহালের ধরন(বিল/ খাল/নদী)	৫% বৃদ্ধিতে কাঙ্ক্ষিত সরকারি মূল্য (বার্ষিক)	মন্তব্য
১.	শেরপুর সদর	বিহারী বিল	২৫.৬৯	চান্দের নগর	বিল	২২,০৫০/-	
২.		কেউটা বিল	২০.১৯	তিরছা	বিল	২২,০৫০/-	
৩.		কালাডাঙ্গা ধলাডাঙ্গা পাইকর ডাঙ্গা বিল	৭১.১৯	চরশেরপুর	বিল	২২,৭৫১/-	
৪.		শুক্রমোদি দন্ডবিধি ইসলামারি বিল	৮৩.৯২	কামারেরচর	বিল	৫,৪২৫/-	
৫.		বউলি বিল	৭৪.১৬	চান্দের নগর	বিল	২২,০৫০/-	
৬.	নকলা	কুর্শা বিল	৯০.৯২	কুর্শাবাদাগৈড়	বিল	২,৬০,৭৫১/-	
৭.		মেদীজুড়ি রোসনাই কুড়ি বাটারা বিল	২৭.৯১	মেদীরপাড়	বিল	৩,৬৭৫/-	
৮.		রাগীগঞ্জ হাতিমারা বিল	৪৫.১৪	চরমধুয়া	বিল	৩,৬৭৫/-	
৯.	শ্রীবরদী	ছোট বয়সা বিল	২৮.০০	শেখদি	বিল	১৫,১০,২৫১/-	
১০.		জলকেশর রায় বিল	৫৩.৯৫	চককাউরিয়া	বিল	২১,০০০/-	
১১.	ঝিনাইগাতী	কাছিমমারা ধলী বিল	৩৪.০০	দড়িয়াপাড় ও কালীনগর	বিল	৯৪,৫০০/-	

শর্তাবলী:

১. অনলাইনে আবেদন দাখিল সংক্রান্ত নির্দেশিকা অনুযায়ী নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সভাপতি/সম্পাদককে মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে (jm.lams.gov.bd) রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করে ১৪৩১ বঙ্গাব্দের ০১ মাঘ থেকে ১৪ মাঘের মধ্যে আবশ্যিকভাবে অনলাইনে আবেদন দাখিল করতে হবে। এ সংক্রান্ত নির্দেশিকা উক্ত ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

২. অনলাইনে আবেদন দাখিলের শেষ সময়সীমার পরবর্তী ০৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে অনলাইনে আবেদনের সকল তথ্যাদির প্রিন্টেড কপি সহ জলমহাল ইজারার জন্য জামানতের ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মূল কপি সিলগালাযুক্ত খামে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, শেরপুর এর রাজস্ব শাখায় দাখিল করতে হবে। সিলগালাকৃত উল্লিখিত খামের উপরিভাগে জলমহালের নাম ও ইজারা প্রাপ্তির জন্য আবেদন কথাটি স্পষ্টভাবে লিখতে হবে এবং খামের বাম পার্শ্বে নিম্নভাগে সমিতির নাম ও ঠিকানা লিখা থাকতে হবে।

৩. জলমহাল ইজারা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি ও জলমহাল ইজারা সংক্রান্ত আবেদন দাখিলের সকল শর্তাদি জেলা ওয়েব পোর্টাল (www.sherpur.gov.bd) ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ড হতে জানা যাবে।

৪. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনলাইনে চূড়ান্তভাবে আবেদন দাখিল না করে সরাসরি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে জলমহাল ইজারা পাওয়ার জন্য আবেদন দাখিল করলে তা সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।

৫. যে সকল জলমহালের ওপর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের/মন্ত্রণালয়ের স্থগিতাদেশ/সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় অথবা অন্য কোন আদালতের স্থগিতাদেশ/ নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থার আদেশ রয়েছে সে সকল জলমহালের ওপর বর্ণিত আদেশ প্রত্যাহারের পর কর্তৃপক্ষের অনুমোদন স্বাপেক্ষে ইজারা কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। এ ছাড়া পরবর্তীতে কোন জলমহালের উপর অনুরূপ আদেশ হলেও সংশ্লিষ্ট জলমহালের ইজারা কার্যক্রম স্থগিত থাকবে।

৬. কোন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/ সংগঠন ০২ টির অধিক জলমহাল ইজারা/বন্দোবস্ত পাবে না।

৭. নির্দিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী/তীরবর্তী প্রকৃত মৎস্যজীবী সমিতি যা সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধিত সমিতি বা সমিতিসমূহ নিকটবর্তী/ তীরবর্তী জলমহাল ব্যবস্থাপনার জন্য আবেদন করতে পারবে এবং জলমহালের নিকটবর্তী/তীরবর্তী নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সংগঠন/ সমিতিগুলো প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে অগ্রাধিকার পাবে। কোন ব্যক্তি বা অনিবন্ধিত সংগঠন আবেদন করতে পারবে না।

চলমান পাতা-২

৮. আবেদনকারী সমিতিতে প্রকৃত মৎস্যজীবী ব্যতীত অন্য কোন সদস্য বা কার্যনির্বাহী কমিটিতে যদি এমন কোন সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী নহেন, তাহলে উক্ত সমিতি আবেদনের যোগ্য হবে না।

৯. মৎস্যজীবী সংগঠন/ সমিতিকে যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষেত্রে উক্ত সংগঠন/সমিতি কোন জলমহালের ইজারামূল্য পরিশোধে খেলাপি হয়ে থাকলে অথবা জলমহাল সংক্রান্ত কোন সার্টিফিকেট মামলা কিংবা অন্য কোন আদালতে কোন প্রকার মামলা থাকলে সংশ্লিষ্ট সংগঠন/সমিতিকে কোন জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদান করা হবে না।

১০. জলমহাল বন্দোবস্ত/ইজারা দরপত্র ফরমের মূল্য ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা নগদ জমার মাধ্যমে দরপত্র ফরম সংগ্রহ করা যাবে।

১১. জেলা প্রশাসক কর্তৃক বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্ভুক্ত সংশ্লিষ্ট জলমহালের ইজারা মূল্যের ওপর ২০% ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার জামানত হিসেবে আবেদনের সাথে দাখিল করতে হবে। লিজপ্রাপ্ত সমিতির শেষ বছরের লিজমানির সাথে উক্ত জামানত সমন্বয় করা হবে। লিজপ্রাপ্ত হয়নি এমন সমিতির ব্যাংক ড্রাফট/ পে-অর্ডার ফেরত প্রদান করা হবে।

১২. সময়মত লিজমানি পরিশোধ না করা, তথ্য গোপন করা কিংবা অন্য কোন অনিয়মের কারণে কোন জলমহালের লিজ বাতিল করা হলে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি উক্ত জলমহাল পুনরায় যথানিয়মে লিজ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণে এখতিয়ারবান থাকবেন।

১৩. লিজ গ্রহীতা কোন মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি তাদের নামে লিজকৃত জলমহাল কোন অবস্থাতেই সাবলিজ অথবা অন্য কোন ব্যক্তি/ গোষ্ঠিকে হস্তান্তর করতে পারবে না এবং অন্য কোন উপায়ে তা ব্যবহার করতে পারবে না। যদি তা করে থাকে তাহলে জেলা প্রশাসক উক্ত লিজ বাতিল করবেন এবং জমাকৃত লিজমানি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করবেন। উক্ত লিজ গ্রহীতা মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি পরবর্তী বছর জলমহাল বন্দোবস্ত সংক্রান্ত কোন আবেদন করতে পারবে না।

১৪. ১ম বছরের নির্ধারিত ইজারা মূল্যই পরবর্তী ২য় ও ৩য় বছরে আদায় হবে।

১৫. **জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বন্দোবস্ত/ইজারা প্রাপ্ত প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিকে ১ম বছরের সাকুল্য ইজারামূল্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। সমুদয় টাকা পরিশোধের পর ইজারা গ্রহীতা নিজ উদ্যোগে চুক্তিপত্র সম্পাদনক্রমে জলমহালের দখলনামা বুঝে নিবেন।**

১৬. **সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী প্রত্যেক বছরের ইজারা মূল্যের সাথে ১৫% ভ্যাট ও ১০% উৎস কর পরিশোধ করতে হবে। এক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত নির্দেশ ও অন্যান্য করাদি যদি প্রযোজ্য হয় তাও পরিশোধ করতে হবে।**

১৭. **ইজারামূল্য পরিশোধের সঙ্গে সঙ্গে অনুমোদিত আবেদনকারী সমিতি/সংগঠন স্ব-উদ্যোগে ইজারাচুক্তি সম্পাদনক্রমে সংশ্লিষ্ট উপজেলা ভূমি অফিস হতে নিজ** উদ্যোগে জলমহালের দখল গ্রহণ করবেন। অন্যথায় যথাসময়ে জলমহালের দখল না পাওয়ার অজুহাতে পরবর্তীতে কোন ওজর আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না কিংবা কোন কর্তৃপক্ষ বা কোন আদালতে মামলা মোকদ্দমা দায়ের করা যাবে না। লিজ চুক্তি সম্পাদন ব্যতীত জলমহালের দখল প্রদান করা হবে না।

১৮. ১ম বছরের সমুদয় অর্থ জমা দিয়ে আবেদনকারী (ইজারাদার) কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে ৩০০/- (তিনশত) টাকা মূল্যমানের নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে ইজারা চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে হবে। ইজারা চুক্তি সম্পাদনের সময় আবেদনকারীকে ০৩ (তিন) কপি পাসপোর্ট আকারের সত্যায়িত ছবি দাখিল করতে হবে।

১৯. বছরের যে কোন সময় ইজারা প্রদান করা হোক না কেন উক্ত ইজারা ০১ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ হতে কার্যকর হবে।

২০. আদালতে কোন মামলা/প্রাকৃতিক কারণে কোন ক্ষতিগ্রস্ততার অজুহাতে ইজারামূল্য সমন্বয় কিংবা ইজারার মেয়াদ বৃদ্ধির কোন আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।

২১. প্রকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে এ ধরণের কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে না। জলমহালের প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিবর্তনসহ কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করা যাবে না। এরূপ করা হলে বন্দোবস্ত বাতিল করা হবে।

২২. জলমহালের কোথাও প্রবাহমান প্রাকৃতিক পানি আটকে রাখা যাবে না।

২৩. কোন প্রকার রাক্ষুসে মাছ চাষ করা যাবে না।

২৪. ইজারাদার জলমহালে আগত অতিথি পাখিসহ কোন পাখি শিকার করতে পারবেন না।

২৫. বন্দোবস্ত গ্রহীতা সংশ্লিষ্ট জলমহালের বছরভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম সম্বলিত তথ্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে দাখিল করবেন।

২৬. জলমহালের পাড়ে সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে বনজ সম্পদ বৃদ্ধি করতে হবে।

২৭. পোনা ছাড়ার সময় মৎস্য শিকার বন্ধ থাকবে এবং মা মাছ নিধন করা যাবে না।

২৮. কর্তৃপক্ষ কোনরূপ কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে দরপত্র বিজ্ঞপ্তির কোন অংশ বা সম্পূর্ণ দরপত্র গ্রহণ বা বাতিলের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

০২/০১/২০২৫

তরফদার মাহমুদুর রহমান
জেলা প্রশাসক
ও
সভাপতি
জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
শেরপুর
ফোন : ০২৯৯৭৭৮১৯০০
ই-মেইল: dcsherpur@mopa.gov.bd

স্মারক নং-৩১.৪৫.৮৯০০.০১০.০৬.০০৩.২১- ০৬

তারিখ: ১৮ পৌষ ১৪৩১ / ০২ জানুয়ারি ২০২৫

অনুলিপি: সদয় অবগতি/প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো-

০১. সিনিয়র সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২. চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি ভবন, ৯৮ শহিদ তাজউদ্দিন আহমদ সরণী, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
০৩. বিভাগীয় কমিশনার, ময়মনসিংহ বিভাগ, ময়মনসিংহ।
০৪. পুলিশ সুপার, শেরপুর।
০৫. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, শেরপুর।

০৬. প্রশাসক, শেরপুর পৌরসভা, শেরপুর।
০৭. প্রশাসক, উপজেলা পরিষদ, শেরপুর সদর/নালিতাবাড়ী/নকলা/শ্রীবরদী/ঝিনাইগাতী, শেরপুর।
০৮. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শেরপুর সদর/নালিতাবাড়ী/নকলা/শ্রীবরদী/ঝিনাইগাতী, শেরপুর।
০৯. সহকারী কমিশনার (ভূমি), শেরপুর সদর/নালিতাবাড়ী/নকলা/শ্রীবরদী/ঝিনাইগাতী, শেরপুর।
১০. সহকারী কমিশনার, আইসিটি শাখা/ সহকারী প্রোগ্রামার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, শেরপুর (জেলা তথ্য বাতায়ন এবং ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
১১. জেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা/জেলা সমবায় কর্মকর্তা/জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শেরপুর।
১২. জেলা তথ্য অফিসার, শেরপুর। বিজ্ঞপ্তিটি মাইকযোগে বহুল প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো।
১৩. প্রশাসক, নালিতাবাড়ী/নকলা/শ্রীবরদী পৌরসভা, শেরপুর।
১৪. চেয়ারম্যান, ..., ইউনিয়ন পরিষদ, শেরপুর সদর/নালিতাবাড়ী/নকলা/শ্রীবরদী/ঝিনাইগাতী, শেরপুর।
১৫. সম্পাদক, ...। বিজ্ঞপ্তিটি ০১(এক) দিন তার পত্রিকায় প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
১৬. সংশ্লিষ্ট (সকল) ..... সদস্য, জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি, শেরপুর।
১৭. অফিস কপি/নোটিশ বোর্ড।

০২/০১/২০২৫
রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর
শেরপুর